

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ
৬৭তম অধিবেশন

The 67th Session of
the UNGA

ভাষণ
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Address
by
Her Excellency **Sheikh Hasina**
Hon'ble Prime Minister
Government of the People's
Republic of Bangladesh

জাতিসংঘ
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
বৃহস্পতিবার
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২

The United Nations
New York
27 September 2012

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

আসসালামুআলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

১। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইউএনজিএ'র ৬৬তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য জনাব নাসির আবদুল আজিজ আল-নাসেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতিসংঘ বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি মহাসচিব বান কি-মুনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

২। বর্তমান বিশ্ব গণজাগরণ, আন্তঃদেশীয় সংঘর্ষ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করছে। এসব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে জাতিসংঘের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তাই আমি এবারের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য “শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা পরিস্থিতি নিষ্পত্তিকরণ” এর প্রশংসা করছি।

Bismillahir Rahmanir Rahim

Mr. President,

Assalamu Alaikum and Good Afternoon to you all.

1. I warmly congratulate you on your election as President of the 67th Session of the General Assembly. I thank Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, for his excellent leadership as the President of the 66th UNGA. I also thank Secretary General Ban Ki-moon for his initiatives covering the achievements of the UN in the past year.

Mr. President,

2. Our new world is experiencing people's uprising, intra-state conflicts, climate change disasters, global financial crises, food and energy insecurity, human rights violations, terrorism, etc. These and others call for collective efforts to peaceful resolution in the floor of the United Nations. I, therefore, commend “settlement of international disputes or situations by peaceful means” as the theme for this year's deliberations.

৩। এখানে আমি আমার বাবা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি। যিনি আজ থেকে ৩৮ বছর আগে এ মঞ্চে দাঁড়িয়েই “সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়”, “সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান”, “আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের অবসান” এবং “বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান” এর ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর এই নীতি দেশে-বিদেশে মূলতঃ ন্যায়বিচার ও শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যা আমাকে ১৯৯৭ সালে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম মেয়াদে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে ২০ বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ২০ হাজার প্রাণবধের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এ নীতিই আমাকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে বর্ডার গার্ড বিদ্রোহ সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

৪। আমরা বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেই। তাই ১৯৯৬ সালে ভারতের সাথে গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৫ বছরের পুরোনো সমস্যার সমাধান করেছি। ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত স্থল সীমানা চুক্তির আওতায় ২০১১ সালে প্রটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৬৪ বছর ধরে অনিশ্চিন্ত ইস্যুর নিষ্পত্তি করেছি। একটি যৌথ নদীর ওপর ভারতের প্রস্তাবিত ড্যাম নির্মাণের বিষয়ে পারস্পরিক উদ্বেগ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আমাদের অপর প্রতিবেশী মায়ানমারের সাথে “ইটলস”-এর মাধ্যমে ৪১ বছরের পুরোনো সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেছি।

3. Here, I recall the role of my father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, who at this podium 38 years ago declared, “Friendship towards all, malice towards none”, “peaceful settlement of all disputes”, “renunciation of the use of force in international relations” and “contribution to global peace and security”. In essence, his policy at home and abroad was based on justice and peace. These policy guidelines inspired me to settle at home the 20 year old conflict costing over 20,000 lives, through the Chittagong Hill Tracts Peace Accord in 1997 during my last tenure as Prime Minister. In my present tenure, I could peacefully settle the volatile Border Guards Mutiny in February 2009, thus averting a dangerous crisis.

4. As for our external relations, I resolved the 25 year old issue with India on water sharing of River Ganges through the 30 Year Ganges Water Sharing Treaty in 1996 and the 64 year old border demarcation issue covered by the 2011 Protocol to the 1974 Land Boundary Agreement. We also addressed mutual concerns over a dam proposed by India across a common river. With Myanmar, our other neighbor, we have peacefully settled the 41 year old Maritime Boundary dispute at ITLOS.

৫। শান্তির প্রতি আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমরা অন্যতম সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি স্থাপন কমিশনেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা গত ২৫ সেপ্টেম্বর “শান্তিস্থাপন: টেকসই শান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি” শীর্ষক একটি সভা করেছি। আপনাদের অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করেছেন। মানবাধিকার কাউন্সিল ও “ইকোসোক” এর সদস্য হিসেবে আমরা ন্যায়বিচার, শান্তি, গণতন্ত্র, লিঙ্গসমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, আইনের শাসন, সংখ্যালঘু ও অসহায় মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেই। ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস, ইউনেস্কো, এফএও, আইএমও ও ইউপিইউ’র সদস্য হিসেবে বিশ্ব রীতি-নীতি ও মান নিরূপণকে সমর্থন করি।

5. Our international commitment to peace has also been demonstrated by our position as one of the top contributors to UN peacekeeping, and as a founder member of UN Peace Building Commission. As current Chair of the Commission, we held an event entitled, “Peace Building: A way forward towards sustainable Peace and Security” on 25th September last in which many of you participated. As member of Human Rights Council and the ECOSOC, we promote justice, peace, democracy, gender equality, secularism, rule of law, rights of minorities and of vulnerable groups. As Executive member of UNDP, UNFPA, UNOPS, UNESCO, FAO, IMO and the UPU, we advocate setting of the global norms and standards.

৬। চার দশকের জনকল্যাণমূলক রাজনীতির মাধ্যমে আমি জেনেছি যে ন্যায়বিচার বিরাজ করলেই শান্তি স্থাপিত হয়। এটা দেশের অভ্যন্তরে এবং এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একমাত্র ন্যায়বিচারই শান্তি নিশ্চিত করে, যা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব যা জনগণকে ক্ষমতাশালী করে। গণতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে সামাজিক অবিচার, দারিদ্র্য, বৈষম্য, বঞ্চনা এবং অসহায়ত্ব। এটি চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। আমরা তাই সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, টেকসই প্রবৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সন্ত্রাস দমন করছি। ফলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনা দূরীভূত হচ্ছে। জনগণের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার সুদৃঢ় হচ্ছে।

6. In my four decades of politics for the welfare of the people, I have learned that peace prevails when justice prevails, within the states, as well as in state to state relations. Only justice ensures peace, vital for development, and justice is possible only through democracy, which empowers people. The alternate absence of democracy means social injustice, poverty, inequality, deprivation and marginalization, encouraging extremism and terrorism. We are, therefore, strengthening democracy and justice by empowering people through eradicating poverty, hunger, inequality, and deprivation with social safety nets; job creation; inclusiveness, sustained growth and human development; and through countering terrorism.

৭। এ অনন্য সাফল্য আমাকে ইউএনজিএ'র ৬৬তম অধিবেশনে “জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন” মডেল উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করেছে। ৬টি পরস্পর ক্রিয়াশীল বিষয় এই মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে, (১) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নির্মূল, (২) বৈষম্য হ্রাস, (৩) বঞ্চনা লাঘব, (৪) কর্মযজ্ঞে সকলকে সম্পৃক্তকরণ, (৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং (৬) সন্ত্রাস নির্মূল। আমাদের এ প্রস্তাব গত বছর ইউএনজিএ'র ৬৬/২২৪ নম্বর সিদ্ধান্ত হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। মডেলটি নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে আমরা এবছরের ৫ ও ৬ আগস্ট ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৬২টি দেশ ইউএনজিএ'র ৬৭তম অধিবেশনে মডেলটি বিবেচনার জন্য সমর্থন দিয়েছে। এই সকল দেশকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মডেলটির ব্যাপক প্রচারণার জন্য আমি আপনাদের সমর্থন কামনা করি।

7. The above principles also encouraged me to present the model, “People’s Empowerment and Development” at the 66th UNGA. The model contains six mutually reinforcing peace multipliers, that is, (1) Eradication of poverty and hunger; (2) Reduction of inequality; (3) Mitigation of deprivation; (4) Inclusion of excluded people; (5) Acceleration of human development; and (6) Elimination of terrorism. It was endorsed by UNGA resolution 66/224 and adopted by consensus last year. In Dhaka, on 5-6 August 2012, we held an international conference to discuss the model and received support of the 62 participating countries for its consideration in the 67th UNGA. I highly appreciate their support. I also seek your support for propagation of this model.

৮। জনগণের ক্ষমতায়নে আমাদের নানামুখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে কমিটির সংখ্যা ৫০টি। যার অনেকগুলোতে বিরোধীদের এমপিদের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। আমরা জাতীয় সংসদে “প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর” পর্ব চালু করেছি। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন শক্তিশালী করেছি। তথ্য কমিশন গঠন করেছি। স্বাধীন ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করেছি। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মানবাধিকার, জবাবদিহিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আঞ্চলিক মাল্টি-মোডাল সংযোগ নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করেছি। নির্বাচন কমিশন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়ায় এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৫ হাজার ১৮২টি নির্বাচনই সম্পূর্ণ অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। মিডিয়া এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। দেশে বর্তমানে ২৪টি টিভি চ্যানেল, ৭টি বার্তা সংস্থা, ১১টি এফএম ও ১৪টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন চালু আছে। ৩২০টি দৈনিক ও ১৫১টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

8. In our efforts to achieve people's empowerment, the Parliamentary Standing Committees was formed in the first session of the Parliament constituted immediately after the general elections of 2008. The number of the committees stands at 50. The chairmen of some of the committees are the MPs from the opposition bench. We also introduced weekly Prime Minister's "Question and Answer"; strengthened Commissions on Anti-Corruption, Human Rights, Information; ensured an independent, proactive judiciary; strengthened rule of law; established human rights, accountability, secularism, rights of minorities; proceeded with regional multi-modal connectivity to empower all people; modernized education of Madrassahs; entrenched the Election Commission and democratic institutions for holding of 5,182 elections in a completely free and credible atmosphere; freed and expanded media with 24 private TV channels, 7 news agencies, 11 FM and 14 Community stations, 320 dailies and 151 periodicals, etc.

৯। শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ন্যায়বিচার হচ্ছে এর ভিত্তি। তাই সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান ভূমিকা থাকা উচিত। নারীর ক্ষমতায়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতির আওতায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষিত আসনে ১২ হাজার ৮৩৮ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় সংসদে ৬৯ জন সদস্য নারী। যা মোট সংসদ সদস্যের প্রায় ২০ শতাংশ। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, পাঁচজন মন্ত্রী ও একজন ছইপ নারী। সরকারী চাকুরীর ৩০ শতাংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত। বেশকিছু নারী কর্মকর্তা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতিক পর্যায়ে উচ্চ পদে নিয়োজিত আছেন। সামরিক বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবেও নারীরা সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

9. Since justice is the basis for empowering people for peace and development, women should have an equal role. To expedite the process of their empowerment, girls are provided free education up to higher secondary school under our new Education Policy. Women are also encouraged to be active in our national life. Women leadership has been developed from grass root level to national level. Their participation in politics has been increased since 2008 general elections. 12,838 women have so far been elected in the local government bodies. 69 women are the members of the Parliament constituting 20% of the total number of MPs. Besides me as the Prime Minister and the Leader of the House, the Opposition Leader, the Deputy Leader of the House, five cabinet ministers and a Whip are women. 30% of the general government posts are reserved for women, some of whom serve in very senior positions in the judicial, administrative, diplomatic fields, as well as in the armed and law enforcement services, and as UN peacekeepers.

১০। বর্তমান সরকারের মেয়াদে জনগণের ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দারিদ্র্য ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৬ দশমিক ৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক থেকে কমে ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ২ দশমিক ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। যা ২০০৮-এ ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ। সরকারী খাতে ৫ লাখ এবং বেসরকারী খাতে ৭৫ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। রফতানি প্রবৃদ্ধি হার ১৯ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রফতানি আয় ১ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলার থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৩০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৮ লাখ ৭০ হাজার মানুষের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে রেমিটেন্স বেড়েছে। গত অর্থবছরে প্রায় ১২শ' কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে। সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রায় শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গসমতা অর্জিত হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় ১২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজনের লক্ষ্যে “ক্রাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড” গঠন করা হয়েছে। আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে ২০১৫ সালের আগেই লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক এমডিজি-৩, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত এমডিজি-৪ ও এমডিজি-৫ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

10. Our efforts at empowering people in our present tenure, have so far helped in reducing poverty by 10%; attaining GDP growth rate of 6.5%; enhancing per capita income by 34.6%; reducing overall inflation from double digits to 4.97% with food inflation from 13% in 2008 to presently 2.25%; assisting employment of 7.5 million in the private and 0.5 million in the public sectors; increasing exports annually by 19% from 2009 to US \$24.3 billion in 2011-2012; arranging overseas job for 1.87 million nationals; increasing annual inward remittance by 10% in 2009 to US\$ 12 billion in 2011-2012; maintaining macro-economic stability; expanding ICT facilities among the lowest tier of the local government to ensure the availability of e-services to the rural people; enrolling almost 100% children in primary schools; achieving gender parity in primary and secondary education; establishing 12,000 community clinics to ensure nutrition and healthcare to rural people, especially mother and child; setting up a Climate Change Trust Fund to implement adaptation and mitigation programs. These have all helped achieving MDG-3, MDG-4 and MDG-5 on gender parity, infant and maternal mortality, ahead of 2015.

১১। এ সাফল্যের জন্য আমরা এমডিজি পদক, সাউথ-সাউথ পদক ও এফএও এওয়ার্ড পেয়েছি। যা আমাদের অর্জনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন পুষ্টি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আমাকে লিড গ্রুপের একজন সদস্য এবং “এডুকেশন ফার্স্ট ইনিসিয়েটিভ” এর চ্যাম্পিয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমডিজি-পরবর্তী ডিভালপমেন্ট এজেন্ডার ওপর তাঁর “হাই লেভেল প্যানেল” গঠনকে আমরা স্বাগত জানাই। এসব এজেন্ডা এসডিজি’র সাথে সম্মতিপূর্ণ হবে বলে আশা করি। যার মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পুষ্টি, বিশ্ব খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

১২। আমি আশা করি, “হাই লেভেল প্যানেল” অটিস্টিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু যারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ, তাদের বেদনাদায়ক দুর্দশা লাঘবে একটি অবস্থানপত্র প্রণয়ন করবেন। আমরা দেশে ৫৫টি বিশেষ সহায়ক স্কুল ও একটি নিউরোডিভালপমেন্ট সেন্টার চালু করেছি। আমরা ২০১১ সালের জুলাইয়ে ডব্লিউএইচও ও অটিজম স্পিকস এর সহযোগিতায় গ্লোবাল পাবলিক হেলথ ইনিসিয়েটিভ চালু করেছি। ইউএনজিএ’র চলতি অধিবেশনে আমরা “অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার” বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবো। আমি আশা করি, এ প্রস্তাব গ্রহণে আপনাদের সমর্থন পাবো।

11. Our achievements have earned us global recognition with MDGs, South-South and FAO awards. Importantly, UN Secretary General Ban Ki-moon has acknowledged these achievements by including me as a member of the Lead Group for Scaling up the Nutrition Movement, and as a champion for “Education First Initiative.” We also welcome his High Level Panel on Post-MDGs Development Agenda, which should include coherence with the SDGs and should prioritize poverty, hunger, nutrition, global food and energy security, climate change, and global partnership for sustainable development.

12. I hope the High Level Panel would also consider formulating a position on the painful plight of the autistic and disadvantaged children comprising 1% of the world’s population. At home, we have put in place 55 special needs of the schools and a Center for Neurodevelopment and Autism in Children. In July 2011, with the collaboration of WHO and “Autism Speaks”, we launched a Global Autism Public Health Initiative. In the present UNGA session, we will table a resolution on “Autism Spectrum Disorder” which I hope will receive your support for adoption.

১৩। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের উন্নয়ন উদ্যোগগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে দারিদ্র্য, সম্পদহানি ও মানব স্থানচ্যুতি হচ্ছে। যা সন্ত্রাসবাদকে উষ্ণে দিচ্ছে। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে স্থানচ্যুত অভিবাসীরা গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি নতুন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত - যা জলবায়ু অভিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করবে। এ বিষয়টি আমি ইউএনজিএ'র ৬৪তম অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলাম। গত বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জোট “ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম”-এর বৈঠকেও এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশ গতকাল নিউইয়র্কে ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি মনিটরের দ্বিতীয় বৈঠক করেছে। সাধারণ ও বিশেষ দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য “গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড” এর দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই।

13. Our efforts are hindered by the unjust climate change developments like increasing poverty, property loss, human displacements, and consequent terrorism. The inevitable sea level rise would create mass movements of displaced migrants. A new legal regime ensuring social, cultural, and economic rehabilitation of climate migrants that I called for in the 64th UNGA must be put in place. It was also emphasized at the Dhaka meeting in 2011 of the Climate Vulnerable Forum that an alliance of countries most vulnerable to climate change and sea rising has to be forged. Bangladesh held the 2nd Edition of the Climate Vulnerability Monitor yesterday in New York. I also reiterate my call for an international agreement limiting greenhouse gas emissions, on the principle of common and differentiated responsibilities; on early operation of the “Green Climate Fund” for adaptation, mitigation, technology transfer, etc.

১৪। বিশ্ব খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় আরো বেশি আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের বাজারে এলডিসি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং ওডিএ প্রতিশ্রুতি পূরণ অত্যাৱশ্যক। ব্রেটন উডস্ ইনস্টিটিউশনস্ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সব দেশে শ্রমিকের অবাধ চলাচল নিশ্চিতের বিষয়গুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশগুলোর সুবিধা নিশ্চিত “জিএটিএস” এর মুড-ফোর আশু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। নিরাপদ অভিবাসন এবং নারীসহ অভিবাসী কর্মজীবীদের অধিকার সংরক্ষণে অভিবাসী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশগুলোর যৌথ দায়িত্ব ডব্লিউটিও নীতির অংশ করা উচিত।

সম্মানিত সভাপতি,

১৫। ফিলিস্তিন জনগণের ওপর ইসরাইলের নগ্ন অবিচার, হত্যা, নির্যাতন ও অবমাননা মানব ইতিহাসে এক লজ্জাজনক অধ্যায়। এসব অবিচার ফিলিস্তিন ও অন্যান্য স্থানে গভীর হতাশার সৃষ্টি করে। যা সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়। ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যা ও একই ধরনের জলন্ত ইস্যুগুলোর আশু সমাধান অত্যন্ত জরুরী।

14. Closely linked to climate change is global food and energy security. Increase of food and energy prices due to climate change can be very disturbing indeed. It has dangerous implications to LDCs, which is why they need greater international support for socio-economic security for which duty free and quota free market access of their products to all markets, fulfillment of ODA commitments, equal voice in Bretton Woods Institutions and IFIs, and free movement of labor to all countries is important. In fact, we should immediately implement Mode IV of the GATS to benefit both sending and receiving countries. We should also ensure documentation and safe migration, and protection of the rights of migrant workers, especially women and children, as a shared responsibility of sending and receiving states in the WTO.

Mr. President,

15. The blatant injustice, murder, torture and humiliation of the Palestinian people by Israel are a shameful chapter in human history. Deep frustrations at the injustice in Palestine and in other places are also the cause of terrorism. It is vital to resolve the Palestine and other similar burning issues through justice and establishment of democratic rights.

১৬। বাংলাদেশও ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তখন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তাহরির, লশ্কার-ই-তৈয়বাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী প্রায় প্রতিদিনই বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালাতো। এসব হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল, দেশ থেকে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাকর্মীদের নিশ্চিহ্ন করা। এসব সন্ত্রাসী হামলার মধ্যে আছে, ২০০২ সালের ৫ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে বোমা হামলায় ১৯ জন নিহত। ২০০৪ সালের ২১ মে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলা। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট আধা ঘণ্টায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলার পাঁচশ' স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। গ্রেনেড ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও এসকাপের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক এসএএমএস কিবরিয়া এমপি, শ্রমিক নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি, মমতাজউদ্দিন এমপি এবং কোর্ট চত্বরে দুইজন জনপ্রিয় বিচারক হত্যা।

16. In Bangladesh, from 2001 to 2006, there prevailed an environment of terrorism. Under the patronage of the previous BNP-Jammat Government, internationally banned terrorist outfits as Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB), Harkatul Jihad, Hizb ut-Tahrir, Lashkar-e-Taiba, among others, carried out bomb and grenade attacks with impunity on every other day to eliminate the secular and progressive parties. Prominent instances were the bomb attacks on four cinema halls killing 19 people on 5th December 2002; grenade attack on the British High Commissioner on 21st May 2004; bomb blasts at 500 places in 63 out of 64 districts within a span of half an hour on 17th August 2005; grenade and firearm attacks killing former Finance Minister and Executive Director of ESCAP Mr. SAMS Kibria MP, Mr. Ahsanullah Master MP, Mr. Mumtazuddin MP, and two popular judges inside the court premises.

১৭। আমিও ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর এক ভয়াবহ গ্রেনেড আক্রমণের শিকার হই। তখন আমি ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলাম। এতে ২৪ জন নেতা-কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় ৫০০ জন আহত হয়েছেন। আমি অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই। বাঙালি জাতি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি ভিন্দুধর্মী সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। সেদিন কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাই ছিল হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় এ দিনে আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ও আমি বিদেশে ছিলাম। ফলে প্রাণে বেঁচে যাই। এসব ন্যাকারজনক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দেশকে রক্ষার লক্ষ্যে আমরা সন্ত্রাস ও সকল প্রকার চরমপন্থার বিরুদ্ধে “জিরো টলারেন্স” নীতি গ্রহণ করেছি।

17. I was myself a target of a grenade attack at a public meeting on 21 August 2004 that left 24 people dead and nearly 500 injured. Somehow, I had miraculously survived. Another heinous kind of terrorism that we experienced in Bangladesh was the brutal assassination of my father and the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 18 members of our family on 15 August 1975 by some misguided army personnel for usurping state power. At that time, I was abroad with my sister, Sheikh Rehana, and thus escaped death. In view of our nation's tragic experiences with terrorism, my government had adopted a firm policy of “Zero Tolerance” to terrorism, and all forms of extremism.

সম্মানিত সভাপতি,

১৮। আমি জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে জাতিসংঘ, ব্রেটন উডস্ ইনস্টিটিউশনস্ ও অন্যান্য বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের বিষয়ে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ৬০ বছরের পুরোনো ক্ষমতার সমীকরণের প্রতিফলন। যেখানে অধিকাংশ দেশের স্বার্থ উপেক্ষিত থাকে এবং কয়েকটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়। নতুন সহস্রাব্দে বেশকিছু স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং বিশ্বায়ন একটি পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। আজ আমরা ন্যায়বিচার, সমতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারছি। এ সবই আমাদের অগ্রাধিকার। অতীতের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ভুলে সবার এখন সেই লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা অবশ্যই ন্যায়বিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে হতে হবে। যার মাধ্যমে শান্তিময় বিশ্ব গড়ে উঠবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেটিই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার।

সম্মানিত সভাপতি, আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।

Mr. President,

18. I conclude by joining the vast majority of the UN members in reemphasizing the urgent need to reform the United Nations, the Bretton Woods Institutions and other IFIs. Their structure and decision making process reflect the 60 year old power equations, serving the interests of a privileged few and ignoring the large majority. The new millennium with its large number of independent, sovereign states and globalization has ushered in a changed world order. Today, we talk boldly of justice, equality, democracy, freedom, human rights, environment, and climate change adverse impacts, among others. They are the priorities of our time which we must acknowledge in place of the hangovers of the past. The new world order of nations has to be based on justice, mutual respect and sovereign equality to evolve a world of peace and hope that we wish to leave for our future generations.

I thank you, Mr. President.

Khoda Hafez.
Joi Bangla, Joi Bangabandhu.
May Bangladesh Live Forever.
Long Live the United Nations.